এই লেখকের অন্যান্য কবিতার বই :

গভীর এরিয়েলে

কফিন কিংবা স্যুটকেস

হিমযুগ

বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা ৯

বাবা-কে

সূচীপত্র

সূচীপত্র

শাদা পোকা

শান্ত থাক এই সুন্দর সকালবেলা। শান্ত থাক ব্রীজের ওপর মাফলার জড়ানো
সেই মাথা,
শান্ত থাক ছেলেমেয়ে, তাদের মা-বাপ, তাদের ভাইবোনেরা।
ফিরে আসা এই ঝলমলে শীত ঋতুতে সমস্ত সময় তোমার রোগা বুক
রোগা হাত তীব্রভাবে জড়িয়ে থাক আমার গলা; মরে পচে
গলে উঠুক মানুষ শান্তভাবে, তার ভেতর থেকে থিক-থিক করে
বেরিয়ে আসতে থাকুক শাদা পোকা, শাদা পোকা উড়ুক, লাখ লাখ শাদা পোকা
সার বেঁধে কিলবিল করে টলতে টলতে হেঁটে যাক এই সুন্দর সকালবেলায়,
লাফ দিয়ে ঢুকে পড়ুক তোমার গর্ভকোষে, ঝলমলে আরো এক শীত ঋতুতে
আমরা তার নাম রাখি শাদা পোকা।

চলো যাই

চলো আরো নিচে নেমে যাই, পৃথিবী এখন
পিঁপড়ে-সারির সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে, চলো
আমরা দাঁড়াই সেই সারির পেছনে

ঐখানে রয়েছে নাকি আলো, রয়েছে কি
সূর্যকরোজ্জ্বলতা, আমরা যা চেয়েছি চিরদিন,
চলো, সরু গর্তের ভেতরে, চলো নিচে নেমে যাই

আমাদের নেই গতকাল, আমাদের স্বপ্নের ভেতরে
যে পৃথিবী পুঁতির মতন ছিলো বেঁচে, তাকে
ঐ গর্তের ভেতরে পাওয়া যাবে, চলো যাই

আমাদের আগামী যে দিন সেও ঠিক আসে না কখনো
শুধু ভোর হয়, খালি ভোর হয়, অর্থহীন বোঁচা কালো ভোর
আর তোমার আঙুল ভয়ে বিঁধে যায় আমার আঙুলে

দেখ স্বপ্ন সত্যি হতে চলেছে এখন, এগিয়ে চলেছে
দ্রুত পিঁপড়ের সারি পুঁতির মতন সেই পৃথিবীর কোণে,
সেই কোণ ডাক দেয় আমাদের, চলো আরো নিচে নেমে যাই।

১৯৭৩

দিনগুলি, যখন সমস্ত কিছু হিমঘরে বসে দেখা পরীক্ষামূলক ছায়াছবির
মতো, বা

জেনারেল অরোরার মতো হাস্যোজ্জ্বল
করমর্দন করার তালে তালে যিনি এগিয়ে যাচ্ছেন সামনে, জওয়ানদের দিকে
বোঝাচ্ছেন দেশ কেমন বিপদগ্রস্ত আর কিভাবে এগিয়ে যেতে হবে সবাইকে

দিনগুলি, যখন প্রায় প্রত্যেক নাকের নিচেই নকল গোঁফ ও তিল,
জোকারের মতো লাথি মেরে নিমেষে গুঁড়িয়ে দিচ্ছে আট দশ তলা বাড়ি ·
টুপি ঝুলছে বাতাসে, তাদের এক-চাকার সাইকেলে তারা
ঘুরে আসছে প্রতিটি বৃত্তে এক আশ্চর্য পৃথিবী

দিনগুলি, যখন সবার ঠোঁট নড়ছে হাজারবার হাজার ভঙ্গীতে
কথা পেঁছচ্ছে না কানে শুধু হাওয়ায় হাওয়ায়
ক্রিয়াপদের টুকরো টুকরো শরীর উড়ে যাচ্ছে মেঘ-কণিকার সাথে

দিনগুলি, যখন বৃষ্টি এবং ঝোড়ো বাতাস এক নাগাড়ে ঠুকরে যাচ্ছে শহর
যখন প্রতিটি মোড়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে গাড়ি, মানুষ খুঁড়ছে রাস্তা,
রাস্তা খুঁড়ে খুঁড়ে উপড়ে আনছে সুতানুটির রাখাল ছেলের শরীর

দিনগুলি, যখন মুখ্যমন্ত্রীর স্টাম্প পড়ছে ছিটকে ছয়ের-মার দেখাতে গিয়ে,
মৃদু হেসে
তিনি ফিরে যাচ্ছেন অপিস, হাত নড়ে উঠে—শান্ত, সবাইকে শান্ত হতে বলছে,
তাদের চোখের ওপর মুহূর্তেই দ্রুত

নড়ে উঠছে আবার তাঁর হাতে ভাবী পরিকল্পনার অজস্র ব্লু-প্রিন্ট।

নুলো হাত

কড়ে আঙুল মাথা উঁচু ক'রে দেখে পাশের আঙুলকে
তারপর নামিয়ে নেয় মাথা। অনেকদিন পরে
কড়ে আঙুল আবার মাথা উঁচু করে আর
দেখতে পায় আরো, আরো ছোট হয়ে গিয়েছে সে
দেখতে পায় আরো, আরো ছোট হয়ে যাচ্ছে সে।
পাশের আঙুল একদিন পাশ ফিরে দেখে
কড়ে আঙুল নেই। আঁতকে ওঠে পাশের আঙুল
ভয়ে কুঁকড়ে যেতে শুরু করে, ছড়িয়ে পড়ে আতঙ্ক
কুঁকড়ে যেতে থাকে সবাই। তারপর একদিন
একটা নুলো হাত ডেকে আনে লাখ-লাখ নুলো হাতকে,
আর ধূসর থেকে আরো ধূসর হ'তে হ'তে পৃথিবী শুনতে পায়
ফিস্-ফিস্ করে কথা বলছে নুলো হাত
নুলো হাতের সঙ্গে, তারা ভাবছে কেবলই অবাক হ'য়ে ভাবছে
তাদের সরু সরু আঙুলগুলো সম্পর্কে।

মাগুরমাছ

সারারাত সাঁতার কাটে সেই মাগুরমাছ,
রান্নাঘরের কোনায় নোংরা নালার পাশে
ছোট্ট এক ডেকচির ভেতর
মাগুরমাছ আঁতকে ওঠে এক-একবার আর
ঘুমিয়ে পড়ে আবার।
অদ্ভুত সুন্দর তার চোখ জুড়ে নামে মাছেদের স্বপ্ন; আর
সারারাত তার দুঃখরা বুদ্‌বুদ্‌ হয়ে ভেসে ওঠে জলের ওপর।
তারপর ভোর হয়, কখন যে ভোর হয়
বুঝতেই পারে না মাগুরমাছ, শুধু
রাগী স্বামীর কাছ থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসে
শান্ত সুন্দর বৌ; ছিটকে বেরিয়ে আসে
ধারালো দা থেকে মাগুরমাছের রক্ত।
চকচকে মোলায়েম তার শরীর থেকে
স্বপ্নরা ছিটকে বেরিয়ে আসে একে একে।
সারাসকাল সারাদুপুর বাড়ি ভরে যায় মাগুরমাছের গন্ধে।
তারপর আবার রাত্রি নামে, শান্ত হয়ে থাকে পৃথিবী। বৌ
ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখে সাঁতার কাটার
শীতল নীল দূর-বয়সের দীঘির ভেতর।
হঠাৎ ওঠে হাওয়া, আর
রান্নাঘরের দরজা ভয়ংকর শব্দ করে খুলে যায়,
আঁতকে ওঠে বৌ—মাগুরমাছ,
মাগুরমাছের পেছনে তাদের স্বপ্ন, মাগুরমাছের সামনে
তাদের স্বপ্ন,
অদ্ভুত শিস দিতে দিতে
মাগুরমাছেরা সারারাত এ-ঘর ও-ঘর করে
আর খুঁজে বেড়ায় সেই শান্ত সুন্দর বৌকে।

লাল-পিঁপড়ে

লাল-পিঁপড়ে, যখনই তোমাকে দেখি, মনে পড়ে
আমার পিঁপড়ে জন্মের কথা।
তোমার চেয়েও কত আস্তে আস্তে আমি ঠেলে নিয়ে যেতাম
ছোট্ট এক চিনির দানা
আর এইটুকু ছোট্ট পিঁপড়ে-বৌ অপেক্ষা করতো কখন,
কখন ফিরে আসবো ঝুরঝুরে ঘরে,
কোনদিনই এসে পৌঁছতে পারতাম না আমি।
লাল-পিঁপড়ে, আমি সেই জন্মের কথা লিখিনি কখনো,—
আজ যখনই তোমাকে দেখি, আমার মনে পড়ে
আর একটা সামনের জন্ম, পিঠের দু'পাশ দিয়ে
ঝুলে পড়েছে বিশাল চিনির বোঝা,
টলতে টলতে এগিয়ে চলেছে বলদ,
পৃথিবীটা হয়ে উঠেছে বিশাল, চৌকো এবং লম্বা,
আর তার ঠাণ্ডা মরা চোখের ভেতর
ভেসে উঠেছে গত জন্মের কথা, যখন
সে হাঁটতো দু'পায়ে, যখন
তার দুটো হাত ছিলো, যখন
খবরের কাগজ না এলে কিড়মিড় ক'রে উঠতো দাঁত, যখন
হাজার হাজার ঘণ্টা অদ্ভুতভাবে বেঁচে থেকে
একদিন তাকিয়ে থাকতো লাল-পিঁপড়ের দিকে, যে ছিল
তার চেয়ে অনেক অনেক বেশী পরিশ্রমী, যে করতো
কাজের মতো কাজ—একটা চিনির দানাকে
ঘরের এক কোণ থেকে আর এক কোণে নিয়ে যেতো, আর
ফিরে এসে
আবার বেরিয়ে যেতো আর একটা চিনির দানার খোঁজে।

নিকষকালো আবছা আলোর বিশাল লম্বা টানেল। তার দু'প্রান্ত থেকে
ছুটে আসে দুজন, ছুটে আসে মুখোমুখি দুই মোটর-সাইকেল—
ভয়ংকর রাগ আর আক্রোশে কাঁপতে থাকে তাদের লোহার চোয়াল, কেন রাগ
কিসের জন্য রাগ বুঝতেই পারে না তারা, শুধু পাখি উড়ে যায় দু'ধার থেকে
আর আষ্টেপৃষ্ঠে সাপ জড়িয়ে ধরে তার সাপিনীকে সাংঘাতিকভাবে, ভয়ে
নীল হয়ে যায় তাদের শরীর আর লম্বা টানেল আরো লম্বা হয়ে যায়,
দু'দিক থেকে দুই মোটর-সাইকেল আরো, আরো, একেবারে কাছাকাছি
সরে আসে, দুজনের ঘাড় থেকে লাফ দিয়ে নামে ছায়া।

তারপর শান্ত হয়ে যায় টানেল।

পাখিরা ফিরে আসে। সাপিনী ঝট্‌কা মেরে দূরে সরিয়ে দেয় সাপকে।

আর দুজনের ছায়া

অদ্ভুত সুরে গান গায়, হাত-পা ছড়িয়ে দাঁড়ায়, ঝুঁকে পড়ে দুই ছায়া
দুই ছায়াশরীরের বুকে, আর শেখায় কিভাবে নিতে হয় প্রতিশোধ। তারপর
লম্বা টানেল নিকষকালো টানেল আবার কেঁপে ওঠে
আরো ভয়ংকর ভাবে ছুটে আসতে থাকে মুখোমুখি অন্য দুই মোটর-সাইকেল
ছুটে আসে দুই মুখ চার হাত দুই পেট তীব্র ভাবে সামনাসামনি—
সেই দুই ছায়া ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের ওপর, চেপে ধরে দুই টুঁটি, বের করে আনে
আরো দুই ছায়াশরীর। আর চার ছায়া টানেলের ভেতর দিন কাটায়
অপেক্ষা করে নতুন নতুনতর সংঘর্ষের জন্য। তারপর একদিন
অজস্র ছায়ারা অজস্র মোটর-সাইকেল চড়ে বের হয়ে যায় টানেল থেকে।

ছড়িয়ে পড়ে

ছিটিয়ে পড়ে ছায়ারা সর্বত্র। তারপর আরো একদিন পৃথিবীতে আসে

হেমন্তকাল

আর ছায়ারা গোল হয়ে বসে গল্প করে মানুষ সম্পর্কে।

উড়ো-জাহাজ

যখন তাকিয়ে থাকি, তোমার হাত দুটোকে মনে হয় ডানা।
যখন তাকিয়ে থাকি আমার পায়ের দিকে
বেঁকে, পাখার মতো ছড়িয়ে যায় পা।
আর মাথার ওপর দিয়ে কেবলই উড়ে যায় একটা উড়ো-জাহাজ,
তার নিচে, মশারির ভেতর, আমাদের স্বপ্নরাও চায় উড়ে যেতে,
শেষে নেমে যায় নিচে, খাটের তলার আবছায়া অন্ধকারে
ঘাড় গুঁজে
উড়ো-জাহাজের গর গর উড়ে যাওয়ার শব্দ শোনে সারারাত।

ঢুকে পড়ছে

ইঁদুরের পেছনে ছুটতে থাকে বেড়াল
বেড়ালের পেছনে ছুটতে থাকে কুকুর
কুকুরের পেছনে
ছুটতে ছুটতে, চেন হাতে
থপ্ করে বসে পড়ে মানুষ। দূরে
শান্ত, নীল একটা ঘরের মধ্যে
ফুটতে থাকে কেটলি, ফুটফুটে
সবুজ ডাইনিং-টেবিলে ফুটে ওঠে
কাপ, ডিশ,
চামচ নাড়তে নাড়তে গান গায় মানুষী,
তারপর, যখন ফুরিয়ে যায় গান,
ঝরে যায় কাপ, ডিশ
মানুষী হা-হা করে দৌড়ে যায় ছাদে,
দূর থেকে দেখতে পায়,—কুকুরের পেছনে
ছুটছে বেড়াল, বেড়ালের পেছনে ছুটছে ইঁদুর
আর তার মানুষ, ছুটতে ছুটতে
ঢুকে পড়ছে
আশ্চর্য এক ইঁদুরের গর্তে!

হাড়-হিম ছোট্ট ফোকরের ভেতর সেই বন্দুক শুয়ে থাকে
সারারাত, সারারাত
সমস্ত শহর জুড়ে ফ্যান ঘোরার ঘর্ঘর শব্দ শুনতে পায়
সেই বন্দুক, বন্দুকের ঘুম হয় না,
জেগে জেগে সে শুধু স্বপ্ন দেখে হাজার হাজার বন্দুকের।
আর দিন যায়—
মাঝে মাঝে আলো পড়ে তার শরীরে, রাগে সে
ঠিক রাখতে পারে না তার মাথা, ছায়ার দিকেই
সে ঘুরিয়ে দেয় নল,
মাঝে মাঝে
তাকে আড়াল করে দাঁড়ায় এক প্রেমিক তার প্রেমিকার জন্য,
দাঁড়ায় বাপ স্কুলবাসের জন্য, দাঁড়ায় শয়তান
ফিতে কাটার জন্য,
আর সমস্ত দিন কানের কাছে সে শুনতে পায় লাখ লাখ
কেন্নোর মতো মানুষ সপ্ সপ্ করে টানছে তাদের লালা।
ভয়ে
নীল হয়ে ওঠে বন্দুকের বুক. দিন যায়, মাস যায়, বছর যায়, বন্দুক
লজ্জা দুশ্চিন্তা ঘৃণার মধ্যে তবুও অপেক্ষা করে, শুধুই অপেক্ষা করে
আর শক্ত হয় ভেতরে ভেতরে।

হাত

তোমার হাতের জন্য সব সময় অসম্ভব চিন্তা করতে তুমি।
তারপর একদিন সত্যি সত্যি হারিয়ে গেল তোমার হাত,
হায়, যা দিয়ে তুমি অনেক কিছু করার কথা ভাবতে গালে হাত রেখে।
পাগলের মতো ছোটাছুটি করলে কয়েক দিন কয়েক মাস কয়েক বছর—
পাগলের মতো মাথা ঠুকতে ঠুকতে তারপর তুমি ঘুমিয়ে পড়লে একদিন।
ঘুম থেকে অনেক রাত্রে তুমি উঠে দাঁড়ালে জানলার সামনে,
খুলে গেল জানলা
অদ্ভুত জ্যোৎস্নায় দেখতে পেলে এক বিশাল মাঠে শুয়ে আছে
তোমার দু'হাত। বৃষ্টি পড়ছে একনাগাড়ে একটি হাতের ওপর, আরেক হাতে
শব্দ করে আস্তে আস্তে গজিয়ে উঠছে ঘাস।

পা

আমরা ভুলে যেতে চাই সেই জুতোর কথা, আমাদের
লকলকে জিভের কথাও
আমরা মনে রাখতে চাই না আর। জিভকে,
অদ্ভুতভাবে ব্যবহার করতে শিখেছিলাম আমরা;
সবকিছুর মধ্যে থেকেও
লকলকে সেই বিশাল জিভ দিয়ে জুতোর ধুলো, দুঃখ
অপমান মুছিয়ে দিতাম
আর আমাদের স্বপ্ন, প্রেম, উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং
আরো অনেক কিছুর ওপর সেই
জুতো দাঁড়িয়ে থাকতো। ঘুমের মধ্যে, ছাদের ওপর
তার হেঁটে বেড়ানোর শব্দ
শুনতে পেতাম আর ভয় পেতে দেখতাম নিজেদের
চোখকে। হঠাৎ একদিন
জুতোর ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো একটা কালো,
বাঁকা নখের ভারী পা, যার কথা আমরা জানতামই না
কখনো। জুতোর ধুলো,
অপমান, দুঃখ সব ঠিক ঠিক মোছা হয় নি ব'লে লাথি,
লাথি মারলো মুখে, পিঠে, থেঁৎলে দিলো জিভ।
সেই থেকে বুঝতে পারলাম
জুতো নয়, সেই পা-ই সব। আজ ভুলে যেতে চাই সেই
জুতোর কথা, কিন্তু সেই ভারী পা-এর কথা ভাবলে
হিম হ'য়ে যায় বুক, লকলকে জিভের কথাও
মনে রাখতে চাই না আর, ভুলে যেতে চাই আমাদেরও
কথা ছিলো, ভুলে যেতে চাই ভারী পা-এর শব্দ ছাড়াও
হাজার রকমের শব্দ আছে পৃথিবীতে।

যখন দাঁড়াই

যখন আমরা দাঁড়াই প্রতিবাদের জন্য রাস্তার সামনে
সূর্য দু-টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ে আকাশে
আর আমাদের পায়ের নিচে শিরশির করে ওঠে শিরা
শিরা ঢুকে পড়ে মাটির ভেতর পাথরের ভেতর
যখন দাঁড়াই রাস্তার সামনে রাস্তা উঠে যায়
পায়ের তলা ছাড়িয়ে অনেক অনেক উঁচুতে
আস্তে আস্তে পাথর হয় পা, পাথর হয় হাত
পাথর হয়ে যায় আমাদের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস
পাথর হয়ে যায় কথা বলা পাথর হয়ে যায়
তোমার চোখের জল পাথর হয়ে যায় মনে পড়া, আর
পাথরের কানে ভেসে আসে স্বর—আমরা মানুষ নই
আমরা মানুষ ছিলাম না কোনোদিন
পাথরের চোখ দেখতে পায় প্রতিবাদের বদলে
শুরু হয়েছে অশেষ যুদ্ধ আর সমস্ত দিন সমস্ত রাত
তোমার আমার মাঝখান দিয়ে উড়ে যায় টোটা
উড়তে থাকে মাথার ওপর টোটা
আমি কি শুনতে পাই টোটা ছোঁড়ার শব্দ
তুমি কি শুনতে পাও টোটা ছোঁড়ার শব্দ
ক্রমাগত যা উড়ে চলেছে দুজনের ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে।

সারাদিন

সমস্ত দিন ধরেই একটা পচা গন্ধ, ফুলে উঠছে নাক।
আমরা ছুটে গিয়েছিলাম
রান্নাঘরে, খাটের তলায়; আমরা গিয়েছিলাম
বড় রাস্তা পর্যন্ত—, কোথাও কেউ নেই, চারদিকে ঝক্‌ঝক্‌ করছে রাস্তা,
ঝক্‌ঝক্‌ করছে মানুষের মুখ,
একদিন পিল খায় নি বলে সর্বনাশ যে কতদূর এগিয়েছে তা জেনে
চুল ছিঁড়তে ছিঁড়তে চলেছে স্ত্রীর পেছনে স্বামী,
আর প্রত্যেকদিনের সূর্য
উঠেছে সূর্যের মতো। তবে
কোথায় লুকিয়ে আছে গন্ধ?
নাক ফুলতে ফুলতে ঢোল, যেন মুখের সামনে অন্য মুখ; ওই

দু'হাত দিয়ে মাথা টিপে ধরে গল গল করে বমি করছে সে, ওই
ঠিক্‌রে বেরিয়ে আসছে ভয় তার চোখের ভেতর থেকে;
তবে কোথায় লুকিয়ে আছে গন্ধ?
ওই, সে চিৎকার করে উঠছে তোমার মুখের দিকে চেয়ে।

কালো হ'য়ে উঠছে জিব, কালো হ'য়ে উঠছে নিস্পন্দ দুপুর
কালো হ'য়ে উঠছে আশা-আকাঙ্ক্ষা
কালো হ'য়ে উঠছে সবকিছু। শুধু সাদা দুঃস্বপ্ন
দমবন্ধ হ'য়ে নড়াচড়া করছে গলায়

বিছানায় শুয়ে আছে আরেকজন, বিছানায়
লম্বা পাশ-বালিশের মধ্যে আস্তে আস্তে
ঢুকে পড়ছে যখন সাদা দুঃস্বপ্ন
আগুনের ভেতর তুমি হাঁ করে বাড়িয়ে রাখলে মুখ,
মোমের মতো গলে পড়লো দাঁত, তুমি চিবোতে থাকলে মাড়ি
চিবোতে থাকলে সমস্ত-কিছুই যা ঢুকে পড়ল মুখের ভেতর

নিস্পন্দ হ'য়ে উঠছে বাতাস, নিস্পন্দ হ'য়ে উঠছে চোয়ালের হাড়
নিস্পন্দ ফুলদানির ফুল ও
নিস্পন্দ হ'য়ে উঠছে সমস্ত কিছু, শুধু ঢোক-গেলার বিকট শব্দে
ঠক্ ঠক্ করে খুলে পড়ছে পাঁজরা

আতঙ্কিত তোমার মা চিৎকার করে ছুটে আসছে তোমার দিকে।

বিড়াল

কে ? কে বলেছে তোমাকে আজ আমার কথা ভাবতে। কে বলেছে
ভাতের থালার কাছে বসিয়ে রাখতে চিরকাল।
তোমার ভাবনার মধ্যে লাফিয়ে পড়তে চাই, শেষবার নখের আঁচড়ে,
পায়ের থাবায়, আজ
মুখ থুবড়ে পড়বে তোমার জেগে থাকা, হৃৎপিণ্ড নিয়ে
তোমার স্বপ্নের মধ্যে খেলতে চাই ভয়ংকর খেলা। সূর্য ডোবে ঐ.
সূর্য ডুবে গেলে আয়নার কাছে বসে কাঁচি নিয়ে কুচ কুচ ক'রে
যখন কাটতে থাকো গোঁফ, নাকের ফুটোর চুল,
সরাসরি আয়নার থেকে
ঝাঁপিয়ে, খুবলে দিতে চাই দুই চোখ,
যখন হাত তোল সম্মতি জানিয়ে, থাকো নির্বিকার, যখন বসে বসে,
দিনরাত বসে বসে আড়মোড়া ভাঙো—
মাছের কাঁটার মতো আঙুল চোয়ালে চিবাতে চাই, দাঁতের ভেতর
তোমার সর্বস্ব কিছু, তোমারই খাটের তলায়,
তোমার নারীর কাছে ব'সে চোয়ালে চিবাতে চাই আজ, আজীবন।

টিকটিক

দেখতে দেখতে ফুলে উঠছে শরীর, আজ
শেষ পর্যন্ত আমি হয়ে উঠতে পারলাম ভয়ংকর
সেই ডায়নোসারাস, যা হয়ে ওঠার জন্য
ছোট্টবেলা থেকে স্বপ্ন দেখতে হয়েছে আমাকে। এক্ষুনি
বিশাল হাঁ-করে তেড়ে আসবো আমি
পোকামাকড়েরও অধম তোমাদের দিকে,
তার আগে, মাঝে মাঝেই যখন ঝাপটা দিচ্ছি ল্যাজ
ছাদ ভেঙ্গে আকাশ থেকে খসে পড়ছে তারা।
ওঃ, কী জঘন্য ছিলো আগের দিনগুলো, কী অসম্ভব
অপমানকর, ভয় দূরের কথা, কেউ লক্ষও করতো না,
জানতেও চাইতো না কোনকিছু, আর
কী লম্বা এবং টানা ছিলো দেওয়াল
এমন কি একটা মশার জন্যেও ছুটে যেতে হ'তো অনেকটা দূর।
আজ, থুতু ছিটিয়ে দিয়েছি সেই দিনগুলোর ওপর, আজ
হাঁ-করে তোমাদের দিকে ছুটে যেতে গিয়ে
আমি শেষবার দেখে নিচ্ছি শিকারকে, দেখতে দেখতে—
একি, ওঃ, বুজে আসছে হাঁ, বুজে আসছে চোখ,
ঘেন্নায় সমস্ত শরীর কাঁপিয়ে
বমির সঙ্গে বেরিয়ে আসতে চাইছে মরা-মাকড়সার বাচ্চা,
যা ছিলো ডিম ফেটে বেরিয়ে আসার পর আমার প্রথম শিকার।

চোখ

কি ছিলো তোমার চোখে, ফেরাতে পারি নি চোখ বহুদিন।
যেন দিগন্তের দিকে, মাথার ওপর দিয়ে
কোন স্থির অচঞ্চল জলস্রোতে
তাকিয়ে রয়েছো, মনে হ'তো।
স্বপ্ন দেখা শুরু হয়েছিলো সেইদিন। শেষে এলো
সেই প্রতীক্ষিত রাত—
দরজা বন্ধ জানলা বন্ধ, ঘন চোখে তোমার চোখের দিকে এগিয়ে যেতেই
তুমি দুই ঝটকায় বের করে আমাকে দেখালে হাতে তুলে
ভয়ংকর পাথরের চোখ।
আমি ভয়ে চিৎকার করে উঠতেই আমার চোখের কাছে এসে
উপড়ে দেখালে আরো দুটি পাথরের চোখ। তবে
কি দেখেছিলাম আমরা? একথা ভাবতে ভাবতে ভোর হ'লো।
আজো আছি পাশাপাশি; আমাদের কোনকিছু দেখতে হয় না বলে
তোমার চোখের দিকে
চেয়ে থাকি একটানা, বুঝি, এইভাবে অগণন মানুষ
তাদের মানুষীর দিকে তাকিয়ে রয়েছে শান্ত হ'য়ে,
শান্ত হ'য়ে হ'য়ে ঘুমিয়ে পড়েছে ফের মানুষীর বুকে।

কান

একটা কান দেখতে চায় আর একটা কানকে।
একটা কান
বলতে চায় আর একটা কানকে
অনেক অনেক কথা।
দেখা হয় না কোনদিনই, কথা গর্ত দিয়ে ঢুকে
অন্য গর্ত দিয়ে ছুটে যায়, শেষে
হাওয়ায় হাওয়ায় মিশে যায়। দুঃখে ও লজ্জায়
কুঁকড়ে যেতে যেতে
কান ঝরে পড়ে, খসে পড়ে একদিন। পৃথিবীতে
শুরু হয় কানহীন মানুষের যুগ। আজ
একটা কানকাটা মানুষের সঙ্গে কানকাটা মানুষীর বিয়ে,
লম্বা হয়ে বসেছে তাদের কানকাটা বন্ধুরা, ঐ,
তারা কনুই ডুবিয়ে
দই খেতে খেতে কি এক কথায়
হেসে লুটিয়ে পড়ছে,
কেঁদে, ঘুমিয়ে পড়ছে বিছানায়।

ভোরবেলা

ভোর হওয়ার জন্য যেন অপেক্ষা করতে না হয় তোমাকে,
যেন সমস্ত সময় রাত্রি, শুধু রাত্রি
আঠার মতো এঁটে ধরে রাখে চোখের পাতা,
যেন জেগে উঠতে না হয় কোনদিন।
ভালবাসুক, থাপ্পড় খাক মানুষ,
রুখে দাঁড়াক, কেঁচো হ'য়ে যাক মানুষ,
অপেক্ষা করতে-করতে অপেক্ষা করতে-করতে
মানুষ ঢুকে পড়ুক মাটির নিচে
স্পর্শ করুক ঠাণ্ডা কলম, বরফ-কুচির মতো থুতু
ভরিয়ে দিক মাইক্রোফোনের মুখ;
ফুটে উঠুক, শব্দ ক'রে উঠুক মৃত-মানুষের জন্য
লাখ লাখ কবিতা তোমার কানের কাছে,
যেন জেগে উঠতে না হয় কোনদিন—
অদ্ভুত হিম গোলকের মতো চোখের কালো মণি
কোনদিন যেন ছিটকে বেরিয়ে না আসে,
যেন দেখতে না পায়
ভয়ংকর এক বিস্ফোরণের মুখে দাঁড়িয়ে আছে
পৃথিবীর ভোরবেলা।

ডিম

যতদূর চোখ চলে শুধু সাদা সাদা ডিম আমাদের চারদিকে।
যখন শুয়ে থাকো
ঠিক একটা মুরগির মতো মনে হয় তোমাকে, আর ধবধবে সাদা
চাদরের ওপর একটা মোরগের মতো উড়ে আসি আমি। প্রত্যেকদিন
নষ্ট পালকের গন্ধে
ভরে ওঠে ঘর, তোমার চোখের কোলে জমে ওঠে কালি. জমে ওঠে
ব্যর্থ স্বপ্নের ছায়া। সেই আশ্চর্য একটা সকাল
আসবেই, আমাদের পায়ের তলায় খুঁজে পাবো ছোট্ট এক ডিম,
বালিশ ও বিছানার চারপাশে
শুধু ডিম আর ডিম। তোমার ও আমার কথা, এক মুরগি ও মোরগের
করুণ ও করুণতম কথা শেষ হবে সেইদিন. কেননা বেঁচে থাকা মানেই
ক্রমাগত ডিম-পাড়ার স্বপ্ন দেখা ও ডিম-পাড়ার জন্য অপেক্ষা করা—
আর কিছু নয়,
যার ভেতর থেকে একদিন মাথা ঠুকতে ঠুকতে আমরাও বেরিয়ে এসেছি।

কিছু বলবে? বসে আছো ঠায় একটি বছর একটি চেয়ারে।
তেতো, বিরক্ত হয়ে কাঠের চেয়ার কাঠ হয়ে উড়ে গেল গাছে।
কিছু বলবে—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে?
পাখি এসে বিষ্ঠা ফেলে যায়,
কাঠঠোক্‌রা খুঁটে খায় কান, শেষে কাঠ ভেবে নিয়ে যায়
করাতকলের আশেপাশে।
কিছু বলবে?
কেশে ওঠে হাজার হাজার কাঠ, হেসে ওঠে কাঠের ভেতরে।

গোরু

যখন সময় হয়, আমরা উঠে দাঁড়াই
যখন সময় হয়, আমরা বসে পড়ি আবার
যখন সময় হয়, ছুটতে শুরু করে বাস
ছুটতে শুরু করে শব্দ দু'পেয়ে ঘৃণ্য জন্তুদের
ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে।
আমরা বুঝি না কোনকিছু, ছুটি।
যখন সময় হয়, আমরা ঝিমুই আর
চিবোতে থাকি মাড়ি, স্বপ্ন দেখি কেউ নেই,
সমস্ত পৃথিবী জুড়ে শুধু গজিয়েছে ঘাস।
তারপর একদিন কিছুতেই আর সময় হয় না,
আমরা তড়বড় করে উঠি, হতভম্ব হয়ে
তাকাই এ ওর মুখের দিকে। আর
বন্ধ হয়ে যায় রাস্তা, খাড়া ইস্পাতের মত ভোর
নামে ঘাড়ের ওপর, একটা গলি পেরিয়ে
দল বেঁধে আমরা আর এক গলির দিকে
এগিয়ে যাই। আমরা শেষবারের মতো
লাথি মারি মাটি, প্রস্রাব করি আর
গোবরে গোবর করে দিয়ে যাই পথ।

গাধা

সমস্ত জীবন, আমি খুঁজে বেড়িয়েছিলাম আর এক জোড়া চোখ,
যার ভেতর আমি দেখতে পাবো আমার আস্ত চেহারাটাকে। একা
দাঁড়িয়ে থাকি রাস্তার পাশে। একা একা
বাবার মলিন মুখ, ম্লান মুখ মনে পড়ে। একঘেয়ে এক শব্দ
ভেসে আসে সারাদিন—মানুষ চুল কাটে, দাড়ি কাটে,
নখ কাটে, বৌ
মাছ কাটে গলা কাটে, ছেলে করাত চালায়—
আর তার শব্দ ভেসে আসে!
এ-সবকিছুই খুব কাছাকাছি থেকে জানার সুযোগ হয়েছিল।
আর
একটা চাবুকের গল্প বাবা বলতেন আমাকে, একটা চাবুকের গল্প
আমি বলেছিলাম আমার ছেলেকে, যে আছে আজ দূরে, খাটছে
গাধার খাটুনি। পালিয়ে এসেছিলাম একদিন,
সঙ্গে এনেছিলাম সেই চাবুক। নেশা ধরে গিয়েছিলো,
রোজ তাই নিজেই নিজের পিঠে....। শুধু মাঝে মাঝে
স্বপ্নের ভেতর
দেখি সেই এক জোড়া চোখ,
যাকে আমি পাই নি কখনো,
যার চোখ জলে উঠেছে ভরে, সেই জলে পড়েছে
আমার মুখের ছবি, ঘন কুয়াশার মেঘ এগিয়ে আসছে
মাথার ওপর দিয়ে, আর
সমস্ত আকাশ লালে লাল হয়ে উঠছে আমার চোখের রক্তে।

মেশিন

একটা মেশিন থেকে বেরিয়ে এসেছি আমরা। পৃথিবীতে
মেশিন ভাই-বোন. মেশিন স্বামী-স্ত্রী ও মেশিন মা-বাপ
ঘুরে বেড়াচ্ছে আজ। ওই,
একটা জাহাজ ভেসে উঠলো আবার সমুদ্রে, ওতে আসছে
নতুন আর এক ঝাঁক মেশিন;
তুমি চেয়েছিলে কোলের ওপর
ছোট্ট এক হাতের হাত নাড়া, যা আমি এতদিন কিছুতেই
দিতে পারি নি তোমাকে,
আজ ওই নতুন মেশিন থেকে এসে. সে
তোমার কোলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। এমন কি
তোমার কান্নাও
আমি দেখতে পাই না আর, শুধু শব্দ হয় ঠক ঠক,
চোখ থেকে হাতের ওপর
পাথর গড়িয়ে পড়ে। শুধু শব্দ হয় ঠকাস ঠকাস, আর
একা এক রোবোট হেঁটে যায় আমাদের চারদিকে। ওই,—
সে টিপে দিচ্ছে
সুইচ. এক্ষুনি আমরা আবার হাত-পা নাড়বো, ঘুষি পাকাবো.
কাজ করবো কাজ, তারপর যখন ফুটবে মেশিনের ফুল,
তুমি দ্রুত
তৈরী হয়ে নিও, আমরা ঘুরে আসবো মেশিনবৌদির বাড়ি।

সাঁড়াশি

ওপর, নীচ, দু'পাটির একটার পর একটা দাঁত
খুলে নেবার পর সাঁড়াশি ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো
জিভের ওপর। এখন
সাঁড়াশি বিশ্রাম নিচ্ছে। তুমি কথা বলতে চাইছো,
চিৎকার করে উঠতে চাইছো বারবার, শব্দ হচ্ছে
ঘর গর, ভয়ংকরভাবে হাত নেড়ে জানাতে চাইছো
সব; দাঁতহীন, জিভহীন আরো মানুষেরা হেসে
গড়িয়ে পড়ছে তাই দেখে। সাঁড়াশি স্বপ্ন দেখছে,
সাঁড়াশি আড়মোড়া ভাঙছে, কিছুক্ষণ পরই সে
আবার এগিয়ে আসবে ছোট্ট ছোট্ট দাঁত, ছোট্ট
ছোট্ট জিভ নিয়ে বড় হচ্ছে যারা, তাদের মুখের দিকে।

হাসি

অদ্ভুত সুন্দর ছিলো আমাদের সেই সব দিন
যখন আমরা হাসতাম। হাসির জন্য
কত ঘটনা একের পর এক, শ'এর পর শ'
তৈরী হয়ে থাকতো আমাদের জন্য।
ভোর হতো, আমরা হাসতাম
বৃষ্টি পড়তো, আমরা হাসতাম
থলে হাতে বাজার যেতো মানুষ, আমরা হাসতাম
বন্ধ হয়ে যেতো দোকান, বন্ধ হয়ে যেতো
ট্রাম বাস অফিস, আমরা হাসতাম
হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে
একদিন হঠাৎ
আটকে গেলো আমাদের চোয়াল,
হাঁ-করে তাকিয়ে রইলাম আমরা
দেখতে লাগলাম সমস্ত কিছু, আর
নড়ে উঠে খাড়া হয়ে গেলো আমাদের কান,
সেই থেকে
চারদিক থেকে হাসি, শুধু হাসির শব্দ
এক কান দিয়ে ঢুকে আজ
শোঁ শোঁ করে বেরিয়ে যাচ্ছে অন্য কান দিয়ে।

ছোটমামা দিয়েছিলো বিয়েতে। ছোটমামার কথা ভাবলেই ছোটমামীমার কথা
মনে পড়ে যায়। প্রেসার-কুকারের বাঁশি শুনে ঘর ছেড়ে চলে যেতো বারবার।
আজো বাঁশি বাজে, রান্নাঘরে
ছুটে যাও তুমি, মাংস সিদ্ধ হয়ে যায়, চাল সিদ্ধ হয়ে যায় আর ছুটির
দুপুরবেলা
গড়িয়ে গড়িয়ে যায় ছুটকিদি'র ছাদে, সে বলে কেমন করে আরো দ্রুত
রান্না করা যায়।
বারান্দায় ধোয়া-মোছা প্রেসার-কুকার পড়ে থাকে, যার খোলা পেটের ভেতর থেকে
তখনো গন্ধের স্মৃতি ভরে রাখে ঘর আর ঘুমের ভেতর থেকে ঘর্ঘর শব্দ
ভেসে আসে।
ঘুম থেকে উঠে আমরা আর এক ছুটির কথা ভাবি। এইভাবে ছুটির দিনের জন্য
প্রেসার-কুকার এবং প্রেসার-কুকারের জন্য ছুটির দিনের কথা ভাবতে ভাবতে
ক্রমশই
গরম হয়ে যেতে থাকে আমাদের মাথা, আমরা ভুলে যেতে চাই সমস্ত কিছু,
শেষ একটানা লম্বা এক ছুটির জন্য তৈরী হই, লাফ দিয়ে
প্রেসার-কুকারের বিশাল পেটের ভেতর, উড়ে যায় প্রেসার-কুকার উনুনের আঁচে।
তারপর বাঁশি বাজে বাঁশি বাজে বাঁশি ধোঁয়ার ভেতর দিয়ে ভাসতে ভাসতে
ঢুকে পড়ে
লাখ লাখ রান্নাঘরের ভেতর, লাখ লাখ স্ত্রী ঝটকা মেরে ফেলে দেয় স্বামীদের,
ছুটে আসে রান্নাঘরে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গালে হাত দিয়ে আশ্চর্য বাঁশির
শব্দ শোনে।

হ্যাঙ্গার

তার শুধু ভালো লাগতো আলমারি খুলতে। যখনই
কোন কাজ থাকতো না,
কিংবা, যখন এক-একদিন কিছুতেই আসতো না ঘুম,
আলমারি খুলে
ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাকিয়ে থাকতো আলমারির ভেতরে।
দশ জোড়া সার্ট-প্যাণ্ট তাকে লক্ষ করতো, এমন কি
দুটো পাল্লাও তাকে লক্ষ করতো, শেষে আস্তে আস্তে
আলমারি তাকে ভালবাসতে শিখলো। একদিন, অবশেষে,
যখন সে খুললো পাল্লা
ভেতর থেকে এসে সার্টের লম্বা হাত জড়িয়ে ধরলো তাকে,
টেনে নিলো ভেতরের দিকে, বন্ধ হয়ে গেলো পাল্লা। এবং
নানা রঙের জামারা তাকে শেখালো কি করে
মাসের পর মাস
বছরের পর বছর, এক জন্ম থেকে আর এক জন্ম
ঝুলে থাকা যায় শুধুমাত্র একটা হ্যাঙ্গার ধরে।

স্টাণ্ট

সকালবেলা খবরের কাগজ জানায়
এক স্টাণ্টম্যানের কথা, যে খুব, খুব
অল্প সময়ের মধ্যে পার হয়ে গেছে
জ্বলন্ত আগুনের এক টানেল—

আসলে তুমিও একজন স্টাণ্টম্যান
গম্ভীর হয়ে শুয়ে থাকো বিছানায়
দিনের পর দিন, মাসের পর মাস
বছরের পর বছর, শুধু

কাগজে ছবি বার হবার বদলে

ছাদ থেকে একদিন লাফ দিয়ে
নিচে নেমে আসে তোমার মা,
তোমার দিকে চেয়ে
ঠিকরে বেরিয়ে আসে তার চোখ.

কালো টুপি কালো ওভারকোট—
বৃষ্টির ভেতর দিয়ে সাইকেল চালাতে চালাতে
শান্ত ভাবে এগিয়ে যায় তোমার বাবা,
মানুষ তাকায় তার দিকে, ভাবে
আরো গম্ভীর এক স্টাণ্টম্যানের কথা।

আঙুল

খাবারের টেবিল থেকে আস্তে আস্তে সিগারেটের দিকে
এগিয়ে যায় আঙুল
আঙুল চেপে ধরে ছুঁচলো পেন্সিল
আঙুল নেড়ে যায় পাতার পর পাতা
এক-জোড়া জুতোর পেছনে
হন্যে হয়ে ঘোরে পাঁচ-জোড়া আঙুল,
আঙুল বেরিয়ে পড়ে রাস্তায়
ফিরে এসে মোমবাতি জ্বালে
চিরে চিরে দেখায় একটা মাথাকে
তার পেছনের তিরিশ বছর, সামনের তিরিশ বছর, তার
নির্বিকার, শান্ত, নির্বিরোধ তিরিশ বছর।
তারপর একদিন সূর্যের আলোয় ঝলমল করে ওঠে রেজর,
আঙুল লাফ দিয়ে ধরে রেজর,
পাতলা ইস্পাতের ধারে হাত বুলিয়ে এসে একটা আঙুল
অনেক আঙুলকে জানায় অনেক কথা, তারপর
সাদা ফেনার ওপর দিয়ে নামতে নামতে
রেজর যখন দাঁড়ায় গলার কাছে
আঙুল ঠেলতে শুরু করে রেজরকে গলার ভেতর,
চামড়ার ভেতর দিয়ে রক্তের ভেতর দিয়ে
মাংস ঘেঁটে ঘেঁটে রেজরসুদ্ধ আঙুল এগিয়ে যেতে চায়
হাজার হাজার কণ্ঠনালীর দিকে।

কালি

কাগজ অপেক্ষা করে কলমের জন্য
কলম অপেক্ষা করে কালির জন্য
কালি অপেক্ষা করে আর ভাবে
কবে, কবে আসবে
গ্রীষ্মকাল, যখন শুকিয়ে যাবে তার শরীর
যখন খরখরে তার চামড়ার দিকে চেয়ে
আঁতকে উঠবে পৃথিবীর মানুষ, আর
সাদা কাগজের সামনে
ছোট্ট টেবিলের ওপর, গালে হাত দিয়ে
অঘোরে ঘুমিয়ে পড়বে কবি।

পেন

কুচকুচে কালো রক্তের ভেতর ভেসে থাকে কুচো কুচো অজস্র অক্ষর,
তাদের যখন ছুঁচলো ঠোঁট দিয়ে সাজাই
শাদা পাতার ওপর, তাদের
বিশ্বাসঘাতক হতে বলি বারবার। ট্রামে, বাসে
চুম্বকের মতো লেগে থাকে মানুষ
আর বুকপকেট ও ব্রিফকেসের ভেতর
আমরা ঝুলে বা শুয়ে থাকি। বিশাল একটা ঘরে দিনেরবেলা
জ্বলতে থাকে আলো, মাথার পর মাথা ঝুঁকে পড়ে, তারপর দূরে
চৌকো, ছোট্ট একটা জানলা দিয়ে দেখা যায় আকাশে
জ্বলজ্বল করছে আরো ছোট্ট তারা,
দূর থেকে দেখা যায় ছোট্ট, চৌকো জানলার ওপারে
টেবিলের ওপর জ্বলছে আলো,
একটা হাত মশারির দড়ি বাঁধছে জানলার শিকে,
মাথার নিচে চশমার কাচ, কাচের তলায় আর একটা হাত
শক্ত করে চেপে ধরেছে আমার শরীর
আর টগবগ করে আবার ফুটতে শুরু করেছে কালো রক্ত, বিদ্যুৎবেগে
শাদা কাগজের ওপর এপাশ ওপাশ করছে আমার শরীর, ঠোঁট দিয়ে
ক্রমাগত সাজিয়ে চলেছি কুচো অক্ষর, তাদের বিশ্বাসঘাতক হতে বলছি বারবার।

কবি

দরজার হাতলের ওপর শিশির জমে থাকে। ঘরে ঢুকে
দেখা যায়
কবির প্রতিবিম্বও মাথা নেড়ে জানাচ্ছে যে কবি বেঁচে নেই
শুধু একা-একা ডাইনি সাজিয়ে রাখছে বিছানা এবং
গুছিয়ে রাখছে ঠাণ্ডা হিম সকালবেলার খাবার. কবির
চার-বছরের মেয়ে
জলের ভেতর ডুবিয়ে কলম লিখে চলেছে
অদ্ভুত এক শব্দমালা
যা ব্যবহার করবে কবি ঘুম থেকে উঠে, যখন প্রতিবিম্বটি
কবিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাবে রাস্তায়. বলবে 'বেঁচে আছো, দ্যাখো
সুখী রয়েছো তুমিও
পৃথিবীর যাবতীয় জীবিত ও মৃতদের সঙ্গে।'

আকাশ

আকাশ বলতে আমরা শুধুই বুঝতাম কালো ও গম্ভীর এক আকাশ,
চিরকাল যা থমথম করতো আমাদের মাথার ওপর। একদিন
আকাশ ভেঙে পড়লো মাথায়।
সরে গিয়ে, আরো গম্ভীর এবং কুচকুচে এক আকাশের তলায় দাঁড়ালাম,
গর গর ক'রে উঠেছিলো ঐ আকাশ
আর ভেঙে পড়েছিলো আবার।
এই ভাবে সমস্ত আকাশ শেষ হয়ে গিয়েছিলো আমাদের জন্য।
স্বপ্নের ভেতর কেবলই দেখতে পেতাম
জ্বলজ্বল তারা নিভে নিভে আসে। বহুদূর লম্বা টানেল ছুটে এলো
আরো একদিন
আমাদের দিকে। ছুটে গেলাম তার ভেতর। ছুটেই চলেছি বহুদিন. আজো:
কত স্বপ্ন পার হ'য়ে গেল, ভুলে যাই,
ভুলে গেছি অবশেষে,
মনেও পড়ে না কালো ও গম্ভীর. আর থমথমে এক আকাশ
ছিলো মাথার ওপর।

নদী

ব্রীজের ওপর দিয়ে যেতে যেতে দেখেছিলাম সেই নদী। শান্ত, উদাসীন,
যে জানে তার কাজ শুধু বয়ে যাওয়া সমুদ্রের দিকে।
আমরা কেবলই ঘুরে, বেড়াই, দাঁড়িয়ে থাকি চুপচাপ, আর যখন হাঁটি
যে যাই ভাবুক, আমরা জানি আমরা উদাসীন নই।

কিংবা, আমাদের সেই
গদ্যকার বন্ধুটির কথা ভাবুন যে চারদিকে থুতু ছেটায়, যেন তার মন নেই
কিছুতেই, তারপর সবার অলক্ষে নিজেই তা পরিষ্কার করে। সেও একদিন
বসেছিলো নদীর কাছে। কিন্তু সারাক্ষণ যা ভেবেছে সে
তা ঈর্ষার কথা।
সে নদীর কথা ভাবে নি কখনো। নদীর কথা ভুলে গিয়েছিলাম আমরাও,
চলছিলো সবকিছু ঠিকঠাক। একদিন দেখলাম তোমার চোখের গর্ত দিয়ে
বেরিয়ে এসেছে সেই নদী, মাঝখানে সেই ব্রীজ, ফুলে ফেঁপে সেই জল
ছুটে এলো আমার চোখের দিকে।
এবার যেদিন কবিতা লিখতে বসবো, আর তুমি নক্সা তুলতে বসবে
সাদা কাপড়ের ওপর,
আমরা নদী ফুটিয়ে তুলবো তার মধ্যে।

যেখানেই যাও

যেখানেই যাও, তোমার পাশে দাঁড়িয়ে থাকে
একজন বুড়োলোক।
একটা অদ্ভুত বাড়িতে তুমি গিয়েছিলে, থমথমে দেওয়াল, থমথমে
হাড়পাঁজরা, থমথমে পাশের বাড়ি,
বুড়ো কেশে যাচ্ছিল সারারাত, বুড়ো হাত বাড়িয়ে টেনে আনছিলো
গাছের পাতা;
একদিন আরো অত্যদ্ভুত একটা বাড়িতে তুমি গিয়েছিলে,
কাশির শব্দ শুনে
জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখলে
বুড়ো ডেকে আনছে আর এক বুড়োকে,
আর একজন বুড়ো ডেকে আনছে আরো, আরো একজন বুড়োকে,
লাখ লাখ বুড়ো কাশতে কাশতে ভিড় করে দাঁড়াচ্ছে জানলার নিচে
আর মাটির মধ্যে মিশিয়ে দিচ্ছে রাত; ছুটে, তুমি জ্বালিয়ে দিলে আলো,
ছুটে, যেই দাঁড়ালে আয়নার সামনে
আঁতকে উঠলে তুমি, কুঁকড়ে উঠলে, কুঁজো হয়ে কাশতে থাকলে ভয়ংকর ভাবে।

হাড়

মাথার ওপর দিয়ে উড়ে চলেছে ধূসর মেঘ, আজ অনেকদিন পরে আবার
তারা গলে যাবার, তারা ঝরে পড়ার
শব্দ শোনা যাচ্ছে, পৃথিবী
তেমনই আছে তো? নাকি এসেছে নতুন হিমযুগ?
তুমি কি টের পেয়েছো সাঁ-সাঁ করে বইছে হাড়ের ভেতর হাওয়া?
আজ আবার মনে পড়লো আমাদের চামড়া ও মাংসের কথা,
আমরা চিরকালই এমন হাড়হদ্দ ছিলাম না, আমরা চিরকালই
আমাদের হাড়ের ছেলেকে, যে জন্মেছে আমি যখন ঠুকেছিলাম হাড়
তোমার নড়বড়ে হাড়ের ওপর, রাখতাম না হাড় খাইয়ে। আজ তাকে
বলেছি স্বপ্ন দেখতে, স্বপ্ন স্বপ্ন, সত্যিই স্বপ্ন দেখছে সে—
হাড় নেই আর, গজিয়েছে মেদ, আর হাঁ-করা মুখের মধ্যে
ছুটে আসছে পাঁউরুটি, সাঁ সাঁ করে তারা ঝরে পড়ার,
তারা গলে যাবার
শব্দ শোনা যাচ্ছে, উড়ে চলেছে ধূসর মেঘ হাড়ের ভেতর,
মাটির ওপরের পৃথিবী
তেমনই আছে তো, নাকি এসেছে হিমযুগ?
শুয়ে থাকো চুপচাপ, মাড়িতে মাড়ি চেপে সহ্য করো সব,
যখন বিন্দু বিন্দু জল
ফুটে বেরুচ্ছে হাড়ের ওপর
যখন হাড়ের হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরেছি আষ্টেপৃষ্ঠে তোমার হাড়ের গলা।

পৃথিবী

ব্যাঙ হয়ে উঠছে ব্যাঙাচি,
ছোট মাছ গিলে ফেলছে
বড় মাছ,
মানুষের মাথা চিবিয়ে খাচ্ছে
ছাগল, একাই পাগল
উঠে যাচ্ছে লিফ্‌টে,
খট খট করে
টাইপ-রাইটারে লিখে রাখছে
রিপোর্ট, আবার পৃথিবী
ছোট হতে হতে, হয়ে উঠছে
চামড়ার বল,
সোঁ-সোঁ করে
এগিয়ে যাচ্ছে
ফাঁকা একটা গোলপোস্টের দিকে।

খচ্চর

মানুষের জন্য আমরা রেখে গেলাম ঘোড়ার ডিম,
তাদের মা বোন বৌ
সবাই একসঙ্গে তা দেবে তার ওপর।
তারপর যেদিন ফুটবে ডিম, ডিম ফুটে
বেরিয়ে আসবো আমরা, খচ্চর ভাইরা। মানুষদের,
যারা এতকাল ভেবে এসেছে আমরা গু-গোবরেরও অধম,
তাদের পিঠে চেপে
আমরা হাজার হাজার খচ্চর ভাইরা বেরিয়ে পড়ব
দূরে, এই হাজা-পচা গ্রহ থেকে
আমরা লাফ দেবো অন্য গ্রহে,
আমরা গড়ে তুলবো স্বাধীন এবং আশ্চর্য এক খচ্চর-পৃথিবী।

কেঁচো

একটা আয়নার সামনে কবি দাঁড়িয়ে থাকে। দিন যায়, মাস যায়
বছরের পর অনেক অনেক বছর চলে যায়।
আয়নার ভেতর থেকে সরু রাস্তা কালো রাস্তা চওড়া রাস্তা ফাঁকা রাস্তা
উঠে আসে.—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কবি ঘুরে আসে হাজার হাজার মাইল,
দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কবি হাজার হাজার মাইলের অভিজ্ঞতা রাত জেগে লেখে।
তারপর

আয়নার ভেতর থেকে একদিন, তার ভূত তাকে ভয় দেখায়, থুতু ছেটায়
বমি করে ভাসিয়ে দেয় তার অভিজ্ঞতা। রাগে, অপমানে, লজ্জায়
কবি, কবির বৌ, কবির ছেলে কেঁচো হয়ে ওঠে। বঁড়শিতে গেঁথে মানুষ একদিন
তুলে আনে গভীর জলের মাছ। কবি তখনো লিখেই চলেছে, লিখে চলেছে
তাঁর কেঁচো-জন্মের অভিজ্ঞতার কথা।

বুকশেল্ফ

শো-কেসে সাজানো এই বুকশেল্ফ এক্ষুনি ভরে উঠবে বই-এ। পৃথিবীতে
এ রকম হাজার হাজার ফাঁকা বুকশেল্ফ আছে, আছে লাখ লাখ
চেরা-কাঠ, বুকশেল্ফ
হয়ে উঠবে যারা, আছে তাদের পেটের মধ্যে ঘাপটি মেরে বসে থাকার জন্য
অযুত, সহস্র কোটি বই। বুকশেল্ফের মনে পড়ে
ঘন বন, সবুজ পাতার সার, কচি ও চিক্কণ ডাল থেকে বয়সী ডালের
গড়ে ওঠা। মনে পড়ে, মনে পড়ে সব।
এসেছিলো গভীর চোখের কালো, উস্কোখুস্কো চুলের কিশোর, ব'সে থেকে
ব'সে থেকে থেকে চিৎকার করে উঠেছিল একদিন, চোখের আগুনে
ঝলসে দিয়েছিলো বুকশেল্ফের শরীর, আবার যেন সে আসে,
ছাই করে রেখে যায় তাকে, যেন ঝলসে দিয়ে যায়
ভাঁড় ও ভাড়াটের মুখ, যারা তাকে
সাজিয়ে রেখেছে শুধু, ব্যবহার করে নি কোনদিন।

সামনের জন্মে চামচ হয়ে জন্মাতে চাই আমরা। দাঁড়িয়ে থাকবো
একটা কাপের ওপর, ঘুরে যাবো, শুয়ে থাকবো প্লেটে আর
জন্ম দেবো লক্ষ লক্ষ হরেক রকম চামচের।
আমাদের থাকবে একটা চমৎকার চামচ-সঙ্গীত, সকালবেলা এবং
ঘুমোতে যাবার সময় আমরা গাইবো চামচের গান। প্রাইজ দেবো
চামচ-কবিকে, চামচ গদ্যকারের সঙ্গে
আলাপ করিয়ে দেবো চামচ-ফিল্ম-ডিরেক্টরের। আর
সেই চামচ-সভ্যতার ওপর ডক্টরেট হয়ে ফিরে আসবে আমাদের
ঝক্‌ঝকে চামচ-ছেলেমেয়েরা। একটা হতাশা,
একটু দুঃখবোধ আমাদের থাকবেই, মাঝে মাঝে ভালো লাগবে না
কোন কিছুই, কয়েকজন চামচ সহ্য করতে না পেরে পাগল হয়ে যাবে,
যারা বাকি থাকবো, তারা ভাববো, কেবলই ভাববো
আর এক সামনের জন্মে হাতা হয়ে জন্মানোর কথা।

নাক

নরুনের কথা মনে হ'লে নাক ছোটে,
গভীর কান্নায় জলে ভরে ওঠে নাক।
গন্ধ শুঁকে শুঁকে, সিঁড়ি বেয়ে, নাক
সেই এক টেবিলের কাছে গিয়ে বসে, ছাদ ফুঁড়ে
ঝপ ঝপ ক'রে ঝরে পড়ে ফাইল টেবিলে, বাড়ি ফিরে
সপ্ সপ্ ক'রে টানে ঝোল; ফুটো দিয়ে
নানান রকমের ঝোলের গন্ধ, নানান ধরনের গা-গরম করা
বিছানার গন্ধ
টের পায় নাক। একদিন একজন নাকের কথায়
নাক ছাদে উঠে টেনেছে বাতাস বহুবার, তবু কই কিছুতেই
বাতাসে কিছুর গন্ধ
পায় নি তো নাকে। সারাদিন ঘুরে ঘুরে, ঘেমে-নেয়ে
ঘুমের ভেতর
নাক আর এক নাকের কথা ভাবে, ডাকে; এইভাবে
হাজার হাজার নাক ডাকে হাজার হাজার নাকদের, আর
স্বপ্নে শহর কাঁপিয়ে শোঁ শোঁ করে নরুনেরা ছুটে আসে,
এক একটা নাকের কাছে বসে।

ক্রমশ

কালো হ'য়ে উঠছে জিব, কালো হ'য়ে উঠছে নিস্পন্দ দুপুর
কালো হ'য়ে উঠছে আশা-আকাঙ্ক্ষা
কালো হ'য়ে উঠছে সবকিছু। শুধু সাদা দুঃস্বপ্ন
দমবন্ধ হ'য়ে নড়াচড়া করছে গলায়

বিছানায় শুয়ে আছে আরেকজন, বিছানায়
লম্বা পাশ-বালিশের মধ্যে আস্তে আস্তে
ঢুকে পড়ছে যখন সাদা দুঃস্বপ্ন
আগুনের ভেতর তুমি হাঁ করে বাড়িয়ে রাখলে মুখ,
মোমের মতো গলে পড়লো দাঁত, তুমি চিবোতে থাকলে মাড়ি
চিবোতে থাকলে সমস্ত-কিছুই যা ঢুকে পড়ল মুখের ভেতর

নিস্পন্দ হ'য়ে উঠছে বাতাস, নিস্পন্দ হ'য়ে উঠছে চোয়ালের হাড়
নিস্পন্দ ফুলদানির ফুল ও
নিস্পন্দ হ'য়ে উঠছে সমস্ত কিছু, শুধু ঢোক-গেলার বিকট শব্দে
ঠক্ ঠক্ করে খুলে পড়ছে পাঁজরা

আতঙ্কিত তোমার মা চিৎকার করে ছুটে আসছে তোমার দিকে।

শুয়ে শুয়ে, নিজেকে তার বাঘের মতো মনে হয়। দিনের বেলা
বাঘ ঘুমিয়ে পড়েছিলো
একটা ফাইলের ওপর, আর
বড়বাবুর হাত থেকে একটা ফাইল ছুটে এসেছিলো জেট-প্লেনের মতো,
তার মাথার ওপর দিয়ে উড়ে চলে গিয়েছিলো বহুদূর, দূরের দেওয়ালে।
এখন খালের ভেতর জোয়ারের জল ঢুকে পড়ার শব্দ শুনতে পায় সে,
আর পুরোনো বাক্সের মতো বাড়িটাকে মনে হয় অদ্ভুত এক ঝোপ,
দূর থেকে বাঘিনীর গর্জন ভেসে আসে—। রোগা, শান্ত
কালো-চোখের বৌ এগিয়ে আসে
তার দিকে—; খট খট টাইপ-রাইটার, ঘর্ঘরে ট্রাম, পেটের ভেতর
কচলে-ওঠা খিদে নিয়ে বাসের পেছনে দৌড়ে দৌড়ে
বাড়ি পৌঁছে যাওয়া, এবং
মানুষের পোশাক খুলে ফেলার যে অসহ্য যন্ত্রণা, সব, সমস্ত কিছুই
ভুলে গিয়ে
সে আশ্চর্য সুন্দর, বিশাল একটা বাঘ হয়ে শুয়ে থাকে গহন, গভীর
বিছানায়।

ইঁদুর

স্বপ্নের ভেতর এক জাঁতাকল উড়ে আসে
পিষে ফেলতে চায় তোমাকে,
নাকি তুমি নিজেই উড়ে যেতে চাও তার ভেতর।
পৃথিবীতে সবচেয়ে যে আশ্চর্য ঘটনা ঘটেছে
তা এই যে, তুমি মরে যাও নি এতদিনেও, আজো
বেঁচে আছো। অনেক দিনের পরে আরো
অনেক অনেক দিন কেটে গেছে, ছোট্ট এক
অন্ধকারের কোনায় বসে আছো আজ কতদিন?
ভালো লাগছে না বই, ভালো লাগছে না
জামা-কাপড়, ভালো লাগছে না চেয়ার-টেবিল;
দূরে মেঘ জমছে, চোখের মণির চেয়েও
কুচকুচে কালো মেঘ, মাথার ওপর
ছোট্ট এক টুকরো আকাশ ফুঁড়ে আজ কেবলই
নেমে আসছে তোমার স্বপ্নের সোনালী জাঁতাকল,
নেমে আসছে প্রত্যেক দিনের মতো আবার একটা সকাল-
কি হবে, কি হবে আবার সকাল হ'লে?

মাথা

একটা অন্ধকার ঘর থেকে
মাথার যন্ত্রণায় সে
ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে আসে।
দশ রাত ঘুম নেই, বহু বড়ি, ট্যাবলেট
শান্ত করে নি মাথাকে। আজ ভয়ংকর রাগে
সে দেওয়ালে ঠুকতে থাকে মাথা।
মাথা ভেঙে চৌচির,
ছিটকে পড়ে ঘিলু, হাঁড় চারদিকে।
আতংক হাত পা ছোঁড়ার আগেই
মেঘের ভেতর থেকে ভেসে এসে
অন্য এক মাথা
হাসতে হাসতে গলার ওপর বসে যায়।
আশ্চর্য সুন্দর নতুন মাথার নাক মুখ চোখ,
জ্বালাহীন, যন্ত্রণাহীন;
রাস্তায় তাকে দেখে ঘুরে যায় মেয়েদের মাথা।
আজ এগারো দিনের দিন
সে ঘুমাবে
আশ্চর্য নিটোল সুখী মানুষের ঘুম।

দাঁত—২

বছর যায় মাস যায় দিন যায় বাজার যায় দু'পাটি দাঁত। দিন যায়
মাস যায় বছর যায় রান্না ক'রে স্কুলে যায় দু'পাটি দাঁত।

টেবিলের দু'পাশে

মুখোমুখি বসে থাকে চার পাটি দাঁত। খাবার-দাবার লক্ষ্য করে

তাদের, হঠাৎ

রাগে ঠক ঠক করে কেঁপে ওঠে দু'পাটি দাঁত, ভয়ে

ঠক ঠক ক'রে কেঁপে ওঠে

অন্য দু'পাটি দাঁত। টেবিলের দু'পাশে মুখোমুখি বসে থাকে
চার পাটি মাড়ি। একদিন
পর্দায় ফুটে বের হয় দাঁতের কাহিনী। হাজার হাজার পাটি দাঁত

তাই দ্যাখে

আর ঘরে ফিরে সারারাত জলে ভরা বাটির ভেতর শুয়ে থাকে।

জিভ

সারাদিন শুধু তড়বড় ক'রে নড়ে ওঠে জিভ। মাঝে মাঝে গম্ভীর হয়ে
জিভ তাকিয়ে থাকে ঠোঁটের দিকে,
ফাঁক হয় বন্ধ হয় ফাঁক হয়,
মাঝে মাঝে যখন সে দ্যাখে বাইরের জগৎ
গোঁফের চুল জিভের ডগায় এসে লাগে। এভাবেই একদিন জিভ
ঘেন্না করতে শেখে আশেপাশের সমস্ত কিছুকে, আর
চিরকালের জন্য খসে পড়তে চায়।
আজ চারদিকে জিভ খসে পড়ার ঘটনা ঘটতে শুরু করেছে।
খবর বের হচ্ছে।
আরো খবর নিয়ে রিপোর্টার যাচ্ছিল অপিস,
মুখে হাত চেপে হু হু করে সে ছুটে আসছে বাড়ি।

গাছ

একটা পাতা পড়লেও তার শব্দ শোনা যাবে। মাথার ওপর দিয়ে
এইমাত্র যে পাখি উড়ে গেল
মেঘের ভেতর
সে আমাদের শিখিয়ে গেল কি ভাবে ঠোঁট বন্ধ করে
কথা বলতে হয় চিরকাল।
আবছা আঁধার ঘেরা ছোট ঘরখানি আমাদের যেন আর মনে না পড়ে,
যেন মনে না পড়ে যে পরস্পরের দিকে থুতু ছিটিয়ে
বেঁচে রইলাম আমরা এ পর্যন্ত,
আমরা আজ ভুলে যেতে চাই ঘৃণার কথা,
এমন কি ভালবাসার স্বাদের জন্য অজস্র যে সব বই কিনে গিয়েছিলাম
অনেকদিন, তার কথাও যেন
আমাদের আর মনে না পড়ে যায়। আজ বারবার
হাজার গানের মাঝখানে গাছ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার কথা, গাছ হয়ে
মরে যাবার কথা ভাবি। একটা গাছ
আর একটা গাছের দিকে এগিয়ে যায়, জড়িয়ে ধরে অন্য একটা ডাল;
আমার একটা হাত এগিয়ে যায় তোমার গলার ওপর, অন্য হাত
এগিয়ে যায় তোমার গলার নিচে,
তোমার গাছের শরীর মুখ থুবড়ে পড়ে মাটির ওপর,
ঠিকরে বেরিয়ে আসতে থাকে কচিপাতার চোখ।
আসলে গাছ হয়েও
ভোলা যায় না সবকিছু, গাছের মান-অপমান, ঘৃণা-প্রেম,
মর্মরের মতো কথা বলা না-বলা,
সব নিয়েই একটা গাছ অজস্র গাছের ভেতর মিশে থাকে, আর
এগিয়ে যেতে চায়
একটু একটু করে, আত্মসাৎ করতে চায় আরেকটা গাছের শিকড়।

পাহাড়

আমাদের সামনে আছে কাজের পাহাড়। ঘুম থেকে উঠে রাত্রি পর্যন্ত
আমরা সেই পাহাড় একটু একটু করে কাটি। সকালবেলা
আবার আস্ত এক পাহাড় দাঁড়িয়ে থাকে আমাদের জন্য।
প্রথমেই এক খাবার টেবিল আমাদের অভ্যর্থনা জানায়,
এক ফাইলের টেবিল
লাথি দেখায় আমাদের, আর সন্ধ্যায় ঠেলে নিয়ে যাওয়া হয়
অপারেশন টেবিলে.
ডাক্তারের হাসি দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়ি আমরা।
পেটের ভেতর থেকে
পাথর জড়ো করে রাখা হয় ট্রে'র ওপর, জমে ওঠে হাজার লক্ষ কোটি কোটি
পাথর, পাথর জমতে জমতে
আবার একটা পাহাড় হয়, এইভাবে পৃথিবী একদিন ভরে যায় পাহাড়ে।
তারপর খোঁজখবর নিতে আসে ছেলেমেয়েরা,
কথা বলতে ভালো লাগে না আমাদের, আমরা পাথর হয়ে
তাদের সামনে
বসে থাকি। তারাও বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে পারে না, কেন না
তাদের সামনে আছে কাজের পাহাড়।
আছে সকাল, সন্ধ্যা, রাত্রি।
তারা যা একটু একটু করে কাটে প্রত্যেকদিন আর ভাবে, কবে
কবে পাথর হবে তারা,
কবে কেউ থাকবে না পৃথিবীতে, শুধু পাহাড় ছাড়া।

সেও ছিলো, ছিলো একদল শুয়োর
একটা কালো ভ্যান, এক টুকরো সিসে।
তারপর কি যে হ'লো, ওঃ। তারপর
নেমে এলো শান্তি। শান্তির বৌ-এর ইচ্ছায়
শান্তি কিনলো ফ্রিজ, টেলিভিসন
নিজের জন্য কিনলো টাইপ-মেসিন।
শান্তির বন্ধুরা শান্তিকে ভালবাসতো
শান্তির আত্মীয়-স্বজন শান্তিকে ভালবাসতো,
শান্তি যা করতো, তারাও...। একদিন
রাত্রিবেলা শান্তি টাইপ করতে বসলো—
অক্ষরের সিসে ঘাড় বেঁকিয়ে
ঝাঁকে ঝাঁকে লাফিয়ে পড়লো
শান্তির কপালে, চোখে, নাকে।
ভয়ে, গলা শুকিয়ে এলো শান্তির
ফ্রিজ খুলে শান্তি খেতে গেল জল—
একটা শাদা হিম হাত ফ্রিজ থেকে
বেরিয়ে এসে শান্তির গলা টিপে ধরলো।
সেদিন ঘরে আবার কেউ ছিলো না
বৌ, বাচ্চা গিয়েছিলো শান্তির শালার বাড়ি।
নীল হয়ে, এক ঝটকায় শান্তি এলো
ড্রয়িংরুমে, ঘুরিয়ে দিলো টেলিভিসনের নব্,
ভেসে উঠলো বিরাট বড় হয়ে
একজোড়া ঠোঁট, তারপর 'থুঃ', থুতু
ছিটিয়ে দিলো শান্তির মুখে।

দেখা যায়

দূর থেকে দেখা যায় ঘর
ঘরের পর্দা
পর্দা উড়তে থাকে হাওয়ায়—
দেখা যায় এক জোড়া চোখ,
তোমার জন্য যেখানে রয়েছে দুশ্চিন্তা
তোমার জন্য যেখানে রয়েছে
লাখ বিন্দু জল,
তুমি পৌঁছনো মাত্র যা গড়িয়ে পড়তে থাকে
একে একে.
হাত নিয়ে যাও চোখের সামনে, চোখের ওপর,
দুটো গর্তের ভেতর দিয়ে
সরু সরু আঙুল এগিয়ে যায়
অনেক অনেক দূর,
ভয়ে. আতঙ্কে তোমার চোখ ফেটে আসে জল,
সান্ত্বনায় এগিয়ে আসে অন্য এক হাত. হাতের আঙুল
মুছিয়ে দিতে জল,
এবং ঢুকে পড়ে আরো বিশাল, গভীর দুই গর্তে।

শেষ মিনি

চচ্চড় করে বাড়ছে ঘাস। আঙুল থেকেও বড় হয়ে যাচ্ছে নখ।
চচ্চড় করছে পেছনের দিনগুলো, অর্থাৎ অতীত। ফাঁকা রাস্তা
কালো রাস্তা সোজা রাস্তা বাঁকা রাস্তা। ছুটে আসছে কালো টায়ার।
বৃষ্টি। ঝমঝম করছে আকাশ। পরস্পরের দিকে থুতু ছিটোতে ছিটোতে
মৃত অনুপমবাবুর ছেলেরা ফিরে আসছে উকিল নিরুপমবাবুর
বাড়ি থেকে। কত দেরী তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের? দেরী আছে'
মুখ বদলানোর জন্য মুখ এগিয়ে যাচ্ছে ঘাসের ভেতর,
নখের ডগায়, মুখ ছিঁড়ে খুঁড়ে খেয়ে চলেছে অতীত। আঁছে,
আছে দশটা পাঁচটা, চোঁয়া ঢেকুর ও রোঁয়া ওঠা মমির মহিলা।
ধোয়া তুলসীপাতার মেয়ে। হাতছানি। চোখে চোখ!
হারানোর নেই কোন কিছু। ব'লবার নেই কোন কিছু।
জমা পড়েছে লন্ড্রী, ইলেকট্রিক, টেলিফোন, ট্রাঙ্ককল বিল।
দম দেওয়া শেষ হয়েছে কয়েক লক্ষ ঘড়িতে।
অক্সিজেন সিলিন্ডার থেকে রাবারের নল ঢুকে পড়েছে নাকের ভেতর।
ঘেন্নায় বেরিয়ে আসছে বাইরে। আঁকপাঁক করছে নাক,
ফুলে উঠছে পাটা। দম ফুরিয়ে আসছে কয়েক লক্ষ ঘড়ির। আসছে,
মাটি ফুঁড়ে ছুটে আসছে ফাঁকা মিনি। উড়ে যাচ্ছে
মেঘের ভেতর দিয়ে। অভিযোগ নেই, অভিযোগ করার উপায় নেই।
কেন দাঁড়িয়ে থাকা, কিসের জন্য দাঁড়িয়ে থাকা, কতক্ষণের জন্য
দাঁড়িয়ে থাকা? গর গর করছে পেট। গর গর করছে আকাশ।
বমি করছেন আকাশ-দেবতা। ভেসে চলেছে যা ভাসার,
তার ভেতর ডুবে যাচ্ছে রাত্রি।

১৯৭৬

চলে যায় ১৯৭৬। লেখা হয় আরো কয়েকটি পাতা। এইবার, এইবার
কিছু একটা করা চাই, জুতোর দোকানে গিয়ে জুতো বাছা চাই, চাই
ব্যথা-বেদনার মতো কিছু একটা থেকে যাক চিরকাল: নাহলে কি করে সে
চিঠির উত্তর দেবে, চক-ডাস্টার নিয়ে

তেতালার ক্লাস থেকে লাফ দেবে নিচে। কালো টুপি,
কালো কেডস্, সোয়েটার পরে ভোরবেলা বাবার নোয়ানো পিঠ

একটু একটু করে
কুয়াশায় মিলে-মিশে যায়। সাদা বেসিনের গর্তে নেমে আসে মুখ,

কলের জলের মধ্যে
আশ্চর্য জটিল ঢেউ ওঠে,
মুখ উঠে গেলে আয়নায় চোখে পড়ে চোখ, পলক পড়ে না আর,
ঝাঁঝরির ফাঁক দিয়ে ধুয়ে মুছে বহুদূরে ভেসে যায় মণি। চলে যায়
১৯৭৬ ধূসর ধূসরতম দেশে। আসবে নতুন একটা বছর, সে তৈরী হয়,
সে দরজা হবার কথা ভাবে, আগামী বছর
চৌকো কাঠের ফ্রেমে ভারী পাল্লার মত গম্ভীর হয়ে সে

দাঁড়িয়ে থাকবে বারোমাস।

—